প্রথম আলো

Date: 26-04-2016 Page 20, Col 2-3 Size: 16 Col*Inc

সিপিডি ও গণসাক্ষরতা অভিযানের সংলাপ

শিক্ষার গুণগত মান বাড়াতে বাজেটে চাই বেশি বরাদ্দ

নিজস্ব প্রতিবেদক

দেশের শিক্ষার গুণগত মান ভালো নয়। শিক্ষার এই মান নিয়ে পুরো জাতি শঙ্কিত। সরকারি স্কুল-কলেজগুলোতে হচ্ছে বদলি-বাণিজ্য। কারিগরি শিক্ষার নামে দেওয়া হচ্ছে একধরনের ভুয়া শিক্ষা।

এসব মন্তব্য ডেপুটি স্পিকার, অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী, ক্ষমতাসীন দলের সাংসদ থেকে শুরু করে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট বিশিষ্টজনদের। একই সঙ্গে তাঁরা বাজেটে শিক্ষা খাতে কম বরাদ্দে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) কমপক্ষে ৪ শতাংশ ও মোট বাজেটের ২০ শতাংশ শিক্ষা খাতে বরাদ্দ দেওয়ার দাবিও করা হয়। তাঁরা আরও বলেন, গুণগত মান বাড়াতে হলে এ খাতে বরাদ্দ বাড়াতেই হবে।

গতকাল সোমবার বিকেলে রাজধানীর গুলশানে একটি হোটেলে 'শিক্ষার জন্য বাজেট' শীর্ষক এক সংলাপ অনুষ্ঠানে তাঁরা এসব কথা বলেন। আসন্ন জাতীয় বাজেটকে সামনে রেখে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) ও গণসাক্ষরতা অভিযান।

এসব মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, শিক্ষার মান বাড়ছে, তবে যে মান দরকার, তা থেকে হয়তো অনেক দূরে রয়েছে। এ জন্য শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধিই এখন তাঁদের প্রধান চ্যালেঞ্জ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডেপুটি স্পিকার ফজলে রাব্বী মিয়া বলেন, শিক্ষায় গবেষণা ও প্রশিক্ষণ অত্যন্ত দুর্বল পরিসরে হচ্ছে। এটা বাড়াতে হবে। নইলে গুণগত মান বাড়ানো যাবে না। তিনি বলেন, এই অনুষ্ঠানটি ফেব্রুয়ারি মাসে হলে ভালো হতো। আসন্ন অর্থবছরের বাজেট প্রায় তৈরি হয়েই গেছে।

অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আবদুল মান্নান বলেন, সরকারি স্কুল-কলেজগুলোতে বদলি ও বদলি-বাণিজ্য সমানতালে চলছে। সব শিক্ষার্থীকে বিনা মূল্যে বই দেওয়ার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। নিজ এলাকা সুনামগঞ্জের উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, প্রাথমিকে গ্রামাঞ্চলে শিক্ষক থাকতেই চান না।

অর্থ মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভাপতি ও সাবেক খাদ্যমন্ত্রী আবদুর রাজ্জাক বলেন, শিক্ষার মান নিয়ে পুরো জাতিই শঙ্কিত। কারিগরি শিক্ষার নামে ভুয়া শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে।

কুড়িগ্রামসহ বিভিন্ন এলাকায় যাওয়ার অভিজ্ঞতা তুলে ধরে আবদুর রাজ্জাক বলেন, প্রাথমিকে আসল শিক্ষক থাকেন না। দেখা যায়, গ্রামের এসএসসি পাস ছেলেমেয়ে ওই বিদ্যালয়ে পড়াচ্ছেন। এ জন্য শিক্ষকেরা তাঁদের বেতন থেকে এসব ছেলেমেয়েকে এক-দেড় হাজার টাকা দেন। সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন আওয়ামী লীগের কৃষি-বিষয়ক এই সম্পাদক।

সভায় প্রায় সব বক্তাই শিক্ষা খাতে বাজেট বাড়ানোর দাবি করেন। সঞ্চালকের বক্তৃতায় গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধূরী প্রশ্ন রেখে বলেন, শিক্ষার

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৫

চাই বেশি বরাদ্দ

শেষ পৃষ্ঠার পর

লক্ষ্য পূরণ না হলে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার বাকি ১৬টি লক্ষ্য কি পূরণ হবে? তিনি শিক্ষা খাতে বাজেট বাড়ানোর দাবি জানান।

সিপিডির নির্বাহী পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, এই অনুষ্ঠানের আগে তাঁরা এ বিষয়ে দুদিন ফেসবুকে প্রচারাভিযান চালিয়েছিলেন। এতে ১ লাখ ৬৩ হাজার ৪৬৫ জন মন্তব্য করেন। তাঁদের ৯৪ ভাগই শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা, দুর্নীতি কমানো, গুণগত মান বাড়ানোর ওপর জোর দিতে বলেন।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিপিডির গবেষণা ফেলো তৌফিকুল ইসলাম খান। এতে দেখানো হয় শিক্ষা খাতে বাজেট কমে যাওয়ার চিত্র। পাশাপাশি বাজেট বাড়ানোসহ বেশ কয়েকটি সুপারিশ করেন তিনি।

সংলাপে আরও বক্তব্য দেন পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য শামসুল আলম, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক মনজুর আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এম এম আকাশ প্রমুখ।

বণিক বার্তা
Date:26-04-2016 Page 02 Col 1-3 Size: 23 Col*Inc

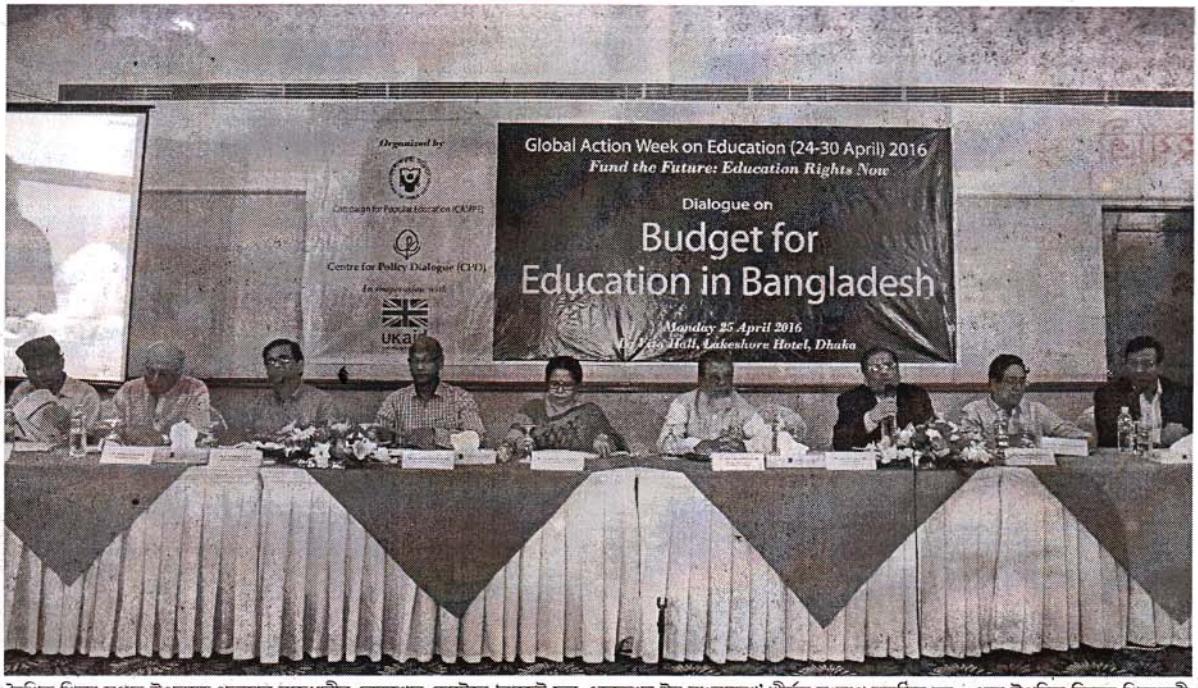

বৈশ্বিক শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে গতকাল রাজধানীর লেকশোর হোটেলে 'বাজেট ফর এডুকেশন ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী, সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তাফিজুর রহমান ছবি : নিজস্ব আলোকচিত্রী

সিপিডি ও গণসাক্ষরতা অভিযানের সংলাপ

শিক্ষা খাতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ নেই

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অন্যতম হচ্ছে গুণগত শিক্ষা। অন্য লক্ষ্যগুলো অর্জনের সঙ্গেও শিক্ষার সম্পর্ক রয়েছে। আর এ শিক্ষার মানোন্নয়নে প্রয়োজন পর্যাপ্ত বিনিয়োগ। ইউনেস্কোর সুপারিশ অনুযায়ী, শিক্ষা খাতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দের পরিমাণ জিডিপির ৪-৬ শতাংশ ও মোট বাজেটের ২০ শতাংশ। অথচ আমাদের দেশে শিক্ষায় বিনিয়োগ কমছে। সরকারের লক্ষ্য ও অঙ্গীকার অনুযায়ী, এ খাতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে না। তাই প্রচলিত কাঠামো থেকে বেরিয়ে এসে খাতটির সার্বিক মানোন্নয়নে বরাদ্দ বাড়াতে হবে। গতকাল সোমবার রাজধানীর একটি হোটেলে 'বাজেট ফর এডুকেশন ইন বাংলাদেশ' সংলাপ অনুষ্ঠানে বক্তারা এসব কথা বলেন। জাতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বিষয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) ও গণসাক্ষরতা অভিযান।

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার অ্যাডভোকেট ফজলে রাব্বী মিয়া। অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এমএ মান্নান, শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, অর্থ মন্ত্রণালয়-বিষয়ক সংসদীয় কমিটির সভাপতি মো. আব্দুর রাজ্জাক, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য শামছুল আলম, ড. মানজুর আহমেদ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ড. এমএম আকাশ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে শিক্ষা খাত নিয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিপিডির রিসার্চ ফেলো তৌফিকুল ইসলাম খান। এতে দেখানো হয়, শিক্ষা খাতে বরাদ্দের দিক থেকে সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ। গত কয়েক বছর ধরে আমাদের দেশে এ খাতে বাজেট বরাদ্দের হার নিম্নগামী। অথচ দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে বাজেটে শিক্ষা খাতকে সবচেয়ে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত। তাই টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের জন্য প্রয়োজন শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়নে বরাদ্দ বৃদ্ধি।

উপস্থাপনায় বরাদ্দ করা অর্থের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে সরকারের প্রতি বিভিন্ন সুপারিশ তুলে ধরা হয়।

অনুষ্ঠানে অ্যাডভোকেট ফজলে রাব্বী মিয়া বলেন, শিক্ষা খাতে এখন অনেক সমস্যা। একটা কমলে আরেকটা বাড়ে। তাই কোথায় ও কীভাবে বরাদ্দ দিতে হবে সে পরিকল্পনা আগে তৈরি করতে হবে। অগ্রাধিকার খাত ঠিক করতে হবে। এছাড়া আমাদের দেশে গবেষণা ও প্রশিক্ষণের পরিসর খুবই ছোট। শিক্ষার মানোন্নয়নে প্রশিক্ষিত শিক্ষক ও উন্নত অবকাঠামো নিশ্চিত করাটাও জরুরি।

প্রতিমন্ত্রী আব্দুল মান্নান বলেন, একুশ শতকে এসে শিক্ষা খাতে এ ধরনের পরিসংখ্যান সন্তোষজনক নয়। শুধু জাতিসংঘের দেয়া লক্ষ্য অর্জন নয়, আমাদের নিজেদের প্রয়োজনেই শিক্ষার উন্নয়ন ঘটাতে হবে। এছাড়া এ খাতের সার্বিক শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে শিক্ষা প্রশাসনের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা সম্পদের সীমাবদ্ধতা। তবে শিক্ষা খাতে দেয়া বরাদ্দকে বিনিয়োগ বিবেচনায় এ খাতে অর্থায়ন বিশেষভাবে বাড়াতে হবে। এরই মধ্যে এ বছরের বাজেট তৈরি হয়ে গেছে। তবে সামনের বছরগুলোর বাজেটে খাতটিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে।

নয়া দিগন্ত
Date:26-04-2016 Page 03 Col 1-3 Size:32 col*Inc

রাজধানীর গুলশানে গতকাল সিপিডি 'শিক্ষা ক্ষেত্রে বাজেট' বিষয়ে আলোচনা সভা করে ■ নয়া দিগন্ত

জিডিপির ৪ শতাংশ বরাদ্দ শিক্ষায় দেয়ার সুপারিশ তাগিদ মান বাড়ানোর

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশে জিডিপির অন্তত ৪ শতাংশ বরাদ্দ শিক্ষায় দেয়ার সুপারিশ করেছেন শিক্ষাবিদ ও সংশ্লিষ্টরা। পর্যায়ক্রমে তা বাড়িয়ে ৬ শতাংশ বা মোট বাজেটের ২০ শতাংশে উন্নীত করার বিষয়ে মতামত দিয়েছেন তারা। পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর উদাহরণ দিয়ে তারা বলেন, প্রায় সব দেশই শিক্ষায় আমাদের চেয়ে বেশি ব্যয় করছে। আফগানিস্তান ব্যয় করে জিডিপির ৪.৬ শতাংশ, ভুটান ৫.৬ শতাংশ, নেপাল ৪.১ শতাংশ, ভারত ৩.৯ শতাংশ, পাকিস্তান ২.৫ শতাংশ। অথচ বাংলাদেশ ১৪ বছর ধরেই শিক্ষায় বরাদ্দ জিডিপির ২ শতাংশের নিচে রয়েছে। চলতি অর্থবছরে এই বরাদ্দ ছিল ১.৯ শতাংশ। আর শুধু বরাদ্দ বাড়ালেই চলবে না, এর সঠিক ব্যবহার করে মানেরও ব্যাপক উন্নয়ন ঘটানোর তাগিদ দিয়েছেন তারা।

শিক্ষাবাজেট নিয়ে সিপিডি ও গণস্বাক্ষরতার আলোচনা

গতকাল রাজধানীর গুলশানে লেকশোর হোটেলে সেন্টার ফল পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) ও গণস্বাক্ষরতা অভিযান আয়োজিত 'বাংলাদেশের জাতীয় বাজেটে শিক্ষায় বরাদ্দ' শীর্ষক আলোচনায় মূল প্রবন্ধে এসব কথা বলা হয়। আলোচনার সূত্রপাত করে সিপিডির নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক

মোস্তাফিজুর রহমান জানান, শিক্ষার বরাদ্দ কেমন হবে তা নিয়ে তারা ফেসবুকে জনসাধারণের মতামত চান। সেখানে অংশ নেয়া প্রায় এক লাখ ৬৩ হাজার লোক বরাদ্দ বাড়াতে হবে বলে মতামত দেন।

অনুষ্ঠানে জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার অ্যাডভোকেট ফজলে রাব্বি মিয়া বলেন, আজকের এই আলোচনা যদি অন্তত ফেব্রুয়ারিতে হতো তাহলে তা ফলপ্রসূ হতো। কারণ বাজেটের বেশির ভাগ কাজই শেষ পর্যায়ে। তবে বরাদ্দ অবশ্যই বাড়াতে হবে। এর পাশাপাশি প্রশ্ন উঠেছে, এসএসসি ও এইচএসসিতে জিপিএ ৫ পেয়েও অনেক শিক্ষার্থী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে না। এর সমাধান করতে হবে। টেকনিক্যাল ও ভোকেশনাল শিক্ষায়ও জোর দিতে হবে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, আমাদের যে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয় তা দিয়ে চালানো খুব কঠিন। এক টাকা দিয়ে এখন দুই টাকার কাজ করতে হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে, সাথে অনেক উন্নতিও আছে। আমাদের প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে গুণগত মানের উন্নয়ন। তবে এ জন্য দরকার দক্ষ শিক্ষক। আর শিক্ষকদের কমিটমেন্টও থাকতে হবে। এ সব কিছুই আমরা পর্যায়ক্রমে উন্নয়নের চেষ্টা করছি।

অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নান বলেন, শিক্ষায় যে টাকাটা বরাদ্দ হয় সেটাও কি যথাযথভাবে ব্যয় হয়, এটা আগে নিশ্চিত করতে হবে। আর অর্থ মন্ত্রণালয়ও নিজে ঠিক করে না কে কত বরাদ্দ পাবেন, এটাও সরকারের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনায় হয়ে থাকে। আরো বেশ কিছু বিষয়ে আমাদের ভাবা উচিত। স্কুলের সব শিশুকে বিনামূল্যে বই দেয়া হয়। এর কোনো যুক্তি নেই। কারণ একটি স্কুলের তিন-চতুর্থাংশ শিক্ষার্থীর পরিবারেরই বই কেনার সামর্থ্য রয়েছে। এমপিওভুক্ত স্কুলগুলোতে যে রেভিনিউ আয় করা হয় সে টাকাগুলো কোথায় যায়? আমরা তো শিক্ষকদের শতভাগ বেতন দিই। একজন শিক্ষক সরকারি ও বেসরকারি দুইভাবে বেতন পান। এ ব্যাপারটিও চিন্তাভাবনার সময় এসেছে।

অর্থ মন্ত্রণালয়সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সভাপতি ড. মো: আবদুর রাজ্জাক বলেন, শিক্ষায় বরাদ্দ বাড়ানো উচিত এতে কোনো সন্দেহ নেই। শিক্ষায় আমাদের অর্জন আছে আবার দুর্বলতাও আছে। শিক্ষার মান নিয়ে পুরো জাতিই আতঙ্কিত। শ্রীলঙ্কাতে আমাদের চেয়েও কম বরাদ্দ পেয়ে শিক্ষা খাতে এগিয়ে গেছে। তারা এত কম বরাদ্দ দিয়ে কিভাবে এগোচ্ছে সেটাও ভাবতে হবে। আমাদের দেশে কারিগরি শিক্ষার নামে ভুয়া শিক্ষা চলছে। এ খাতের ব্যয় চরম অপচয়। কারিগরি প্রতিষ্ঠান অথচ ব্যবহারিক করার কোনো যন্ত্রপাতি নেই। যেসব শিক্ষার্থী সাধারণ শিক্ষায় পারছে না তারা কারিগরিতে গিয়ে ঠিকই ভালো ফল করছে। সরকারি প্রাথমিক স্কুলে চারজন শিক্ষক থাকবে ■ *১১ পৃ: ৬-এর কলামে*

জিডিপির ৪ শতাংশ

৩য় পৃষ্ঠার পর

তিনজনই ঠিকমতো আসেন না। তাদেরকে সুশাসনের মধ্যে আনা উচিত। আমাদের দেশে এখন সৃজনশীল শিক্ষাপদ্ধতি। রবীন্দ্রনাথ তো সৃজনশীল পড়েননি, তাহলে আমাদের এই সৃজনশীল দিয়ে কী হবে? আর এর পাশাপাশি ৪০ নম্বরের এমসিকিউ। এগুলো ছেলেমেয়েদের মেধা নষ্ট করছে। এরপরও বলছি যদি অপচয়ও হয় তারপরও শিক্ষায় বরাদ্দ বাড়াতে হবে।

পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য অধ্যাপক সামসুল আলম বলেন, প্রাথমিক শিক্ষায় নয় মাসে ৪৬ শতাংশ অর্থ ব্যয় করেছে। এটা কেনো ৭০ শতাংশ হলো না। টাকা যদি ব্যয়ই করতে না পারে তাহলে বরাদ্দ দিয়ে কী হবে? আমাদের লেখাপড়া এখন স্কুল থেকে গৃহশিক্ষক ও কোচিং পর্যায়ে চলে এসেছে। এই প্রাইভেট বন্ধ করার বিষয়ে ভাবতে হবে। শিক্ষায় এখন সৃজনশীলসহ নানা গবেষণা চলছে। এটা বন্ধ করে শিক্ষাকে সহজীকরণ করে ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়মুখী করতে হবে।

অধ্যাপক এম এম আকাশ বলেন, বিশেষ করে আমাদের মাধ্যমিক স্কুল নিয়ে ভাবতে হবে। ভালো শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে। ইউনেস্কোর সুপারিশ অনুযায়ী শিক্ষায় বাজেটের ২০ শতাংশ বা জিডিপির ৬ শতাংশ বরাদ্দ থাকার কথা। আর আমাদের শিক্ষানীতিতে ১ শতাংশ করে বাড়িয়ে প্রথমে জিডিপির ৪ শতাংশ ও পরে ৮ শতাংশে উন্নীত করার কথা। প্রয়োজনে ধনীদের ওপর এডুকেশন ট্যাক্স বসাতে হবে, ঋণের সুদের কথা ভাবতে হবে। এরপরও শিক্ষায় বরাদ্দ বাড়াতে হবে।

গণস্বাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরীর সভাপতিত্বে এতে আরো বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ড. মনজুর আহমেদ, সিপিডির রিচার্স ফেলো তৌফিকুল ইসলাম খান প্রমুখ।

আমাদের অর্থনীতি
Date : 26-04-16 Page:03,Col 8 Size:5.5Col*Inc

জিডিপির অন্তত চার শতাংশ বরাদ্দ শিক্ষায় দেওয়া উচিত

মুরাদ হুসাইন : বাংলাদেশে জিডিপির অন্তত চার শতাংশ বরাদ্দ শিক্ষায় দেওয়া উচিত। তবে এরপরও থেমে থাকা যাবে না। তা পর্যায়ক্রমে বাড়িয়ে ছয় শতাংশ বা মোট বাজেটের ২০ শতাংশে উন্নীত করতে হবে।

গতকাল রাজধানীর গুলশানে লেকশোর হোটেলে গণস্বাক্ষরতা অভিযান ও সেন্টার ফল পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) আয়োজিত 'বাংলাদেশের জাতীয় বাজেটে শিক্ষায় বরাদ্দ' শীর্ষক আলোচনায় মূল প্রবন্ধে এসব কথা উল্লেখ করে বলা হয়, পার্শ্ববর্তী প্রায় সকল দেশই শিক্ষায় আমাদের চেয়ে বেশি ব্যয় করে। এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ৬

জিডিপির অন্তত

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)আফগানিস্তান ব্যয় করে জিডিপির ৪ দশমিক ৬ শতাংশ, ভুটান ৫ দশমিক ৬ শতাংশ, নেপাল ৪ দশমিক ১ শতাংশ, ভারত ৩ দশমিক ৯ শতাংশ, পাকিস্তান ২ দশমিক ৫ শতাংশ। অথচ বাংলাদেশ গত ১৪ বছর ধরেই শিক্ষায় বরাদ্দ জিডিপির দুই শতাংশের নিচে রয়েছে। চলতি অর্থ বছরে এই বরাদ্দ ছিল ১ দশমিক ৯ শতাংশ। আর শুধু বরাদ্দ বাড়ালেই চলবে না এর সঠিক ব্যবহার করে মানেরও ব্যাপক উন্নয়ন করতে হবে। অনুষ্ঠানে জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার অ্যাডভোকেট ফজলে রাব্বি মিয়া বলেন, 'আজকের এই আলোচনা যদি ফেব্রুয়ারিতে হতো তাহলে তা ফলপ্রসূ হতো।

আমাদের সময়
Date:26-04-2016 Page:02, Col 3 Size:3 col* inc

সিপিডির সংলাপে বক্তারা

গুণগত শিক্ষার জন্য বরাদ্দ বাড়াতে হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

দেশে শিক্ষার গুণগতমান ভালো নয়। শিক্ষার এই গুণগতমান নিয়ে পুরো জাতি শঙ্কিত বলে মত দিয়েছেন মন্ত্রী, ক্ষমতাসীন দলের সাংসদ ও ডেপুটি স্পিকার থেকে শুরু করে বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তি। শিক্ষার মান বাড়াতে বাজেটে বরাদ্দ বাড়ানোর দাবি বিশেষজ্ঞদের। গতকাল রাজধানীর গুলশানে একটি হোটেলে 'শিক্ষার জন্য বাজেট' শীর্ষক এক সংলাপ অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন বক্তারা। শিক্ষাবিষয়ক এই সংলাপ অনুষ্ঠানটির আয়োজন করে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) ও গণসাক্ষরতা অভিযান।

আলোচনায় বক্তারা বলেন, বর্তমানে সরকারি স্কুলগুলোয় বদলিবাণিজ্য হচ্ছে।

ভোরের ডাক
Date:26-04-16 Page:08, Col:2-4 Size: 19 Col*Inc

শিক্ষায় জিডিপির ৪ ভাগ বরাদ্দ রাখা উচিত : সিপিডি

স্টাফ রিপোর্টার : শিক্ষায় বাজেটে জিডিপির অন্তত ৪ ভাগ বরাদ্দ দেওয়া উচিত। তবে এরপরও থেমে থাকা যাবে না। তা পর্যায়ক্রমে বাড়িয়ে ৬ ভাগ বা মোট বাজেটের ২০ শতাংশে উন্নীত করতে হবে। পার্শ্ববর্তী প্রায় সকল দেশেই শিক্ষায় আমাদের চেয়ে বেশি ব্যয় করে। আফগানিস্তান ব্যয় করে জিডিপির ৪ দশমিক ৬ ভাগ, ভুটান ৫ দশমিক ৬ ভাগ, নেপাল ৪ দশমিক ১, ভারত ৩ দশমিক ৯, পাকিস্তান ২ দশমিক ৫ । অথচ বাংলাদেশ গত ১৪ বছর ধরেই শিক্ষায় বরাদ্দ জিডিপির দুই শতাংশের নিচে রয়েছে। চলতি অর্থ বছরে এই বরাদ্দ ছিল ১ দশমিক ৮ ভাগ। আর শুধু বরাদ্দ বাড়ালেই চলবে না এর সঠিক ব্যবহার করে শিক্ষার মানোন্নয়নে ব্যাপক নজর দিতে হবে।

গতকাল সোমবার রাজধানীর গুলশানে লেকশোর হোটেলে গণস্বাক্ষরতা অভিযান ও সেন্টার ফল পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) আয়োজিত 'বাংলাদেশের জাতীয় বাজেটে শিক্ষায় বরাদ্দ' শীর্ষক ডায়ালগের মূল প্রবন্ধে এসব কথা বলা হয়। অনুষ্ঠানে জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার অ্যাডভোকেট ফজলে রাব্বি মিয়া বলেন, আজকের এই আলোচনা যদি ফেব্রুয়ারিতে হতো তাহলে তা ফলপ্রসূ হতো। তবে বরাদ্দ অবশ্যই বাড়াতে হবে। এর পাশাপাশি প্রশ্ন উঠেছে, এসএসসি ও এইচএসসিতে জিপিএ-৫ পেয়েও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে না। এর সমাধান করতে হবে। টেকনিক্যাল ও ভোকেশনাল শিক্ষায়ও জোর দিতে হবে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, আমাদের যে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয় তা দিয়ে চালানো খুব কঠিন। এক টাকা দিয়ে এখন দুই টাকার কাজ করতে হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে, পাশপাশি অনেক উন্নতিও আছে। আর আমিই প্রথমে বলেছি, আমাদের প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে শিক্ষার গুনগত মানের উন্নয়ন। তবে এজন্য দরকার দক্ষ শিক্ষক। আর শিক্ষকদের কমিটমেন্টও থাকতে হবে। এসবকিছুই আমরা পর্যায়ক্রমে উন্নয়নের চেষ্টা করছি।

অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নান বলেন, শিক্ষায় যে টাকাটা বরাদ্দ হয়, সেটাও কি যথাযথভাবে ব্যয় হয়, তা খতিয়ে দেখা দরকার, এটা আগে নিশ্চিত করা দরকার। আর অর্থ মন্ত্রণালয়ও নিজে ঠিক করেন না, কে কত বরাদ্দ পাবেন এটাও সম্মিলিতভাবে সরকারের সিদ্ধান্ত। আরো বেশকিছু বিষয়ে আমাদের ভাবা

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

শিক্ষায় জিডিপির

শেষ পৃষ্ঠার পর : উচিত। স্কুলের সব শিশুকে বিনামূল্যে বই দেয়া হয়। এর কোনো যুক্তি নেই। কারন একটি স্কুলের তিন চতুর্থাংশ শিক্ষার্থীর পরিবারেরই বই কেনার সামর্থ্য রয়েছে। এমপিওভূক্ত স্কুলগুলোতে যে রেভিনিউ আয় করা হয় সে টাকাগুলো কোথায় যায়। আমরা তো শিক্ষকদের শতভাগ বেতন দেই। একজন শিক্ষক সরকারি ও বেসরকারি দুইভাবে বেতন পান। এ ব্যাপারটিও চিন্তা ভাবনার সময় এসেছে।

অর্থ মন্ত্রনালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সবাপতি ড. মো. আবদুর রাজ্জাক বলেন, শিক্ষায় বরাদ্দ বাড়ানো উচিত এতে কোনো সন্দেহ নেই। শিক্ষায় আমাদের অর্জন আছে আবার দুর্বলতাও আছে। শিক্ষার মান নিয়ে পুরো জাতিই আতংকিত। শ্রীলংকাতে আমাদের চেয়েও কম বরাদ্দ পেয়ে শিক্ষাখাতে এগিয়ে গেছে। তারা এতো কম বরাদ্দ দিয়ে কিভাবে এগুচ্ছে সেটাও ভাবতে হবে। আমাদের দেশে কারিগরি শিক্ষার নামে ভুয়া শিক্ষা চলছে। এ খাতের ব্যয় চরম অপচয়। কারিগরি প্রতিষ্ঠান অথচ ব্যবহারিক করার কোনো যন্ত্রপাতি নেই। যেসব শিক্ষার্থী সাধারন শিক্ষায় পারছে না তারা কারিগরিতে গিয়ে ঠিকই ভালো ফল করছে। সরকারি প্রাথমিক স্কুলে চারজন শিক্ষক থাকলে তিনজনই ঠিকমতো আসেন না। তাদেরকে সুশাসনের মধ্যে আনা উচিত। আমাদের দেশে এখন সৃজনশীল শিক্ষা পদ্ধতি। রবীন্দ্রনাথ তো সৃজনশীল পড়েন নাই তাহলে আমাদের এই সৃজনশীল দিয়ে কী হবে? আর এর পাশাপাশি ৪০ নম্বরের এমসিকিউ। এগুলো ছেলেমেয়েদের মেধা নষ্ট করছে। এরপরও বলছি যদি অপচয়ও হয় তারপরও শিক্ষায় বরাদ্দ বাড়াতে হবে।

কালের কণ্ঠ
Date: 26-04-2016 Page: 20, Col: 1-1 Size: 11 Col*Inc

শিক্ষায় বরাদ্দ দেওয়া উচিত জিডিপির ৪ শতাংশ

সর্বস্তর থেকেই তাগিদ মান বাড়ানোর

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

বাংলাদেশে জিডিপির অন্তত ৪ শতাংশ বরাদ্দ শিক্ষায় দেওয়া উচিত। তবে এর পরও থেমে থাকা যাবে না। তা পর্যায়ক্রমে বাড়িয়ে ৬ শতাংশ বা মোট বাজেটের ২০ শতাংশে উন্নীত করতে হবে। পাশের প্রায় সব দেশই শিক্ষায় আমাদের চেয়ে বেশি ব্যয় করে। শিক্ষা খাতে আফগানিস্তান ব্যয় করে জিডিপির ৪.৬ শতাংশ, ভুটান ৫.৬ শতাংশ, নেপাল ৪.১ শতাংশ, ভারত ৩.৯ শতাংশ ও পাকিস্তান ২.৫ শতাংশ। অথচ বাংলাদেশে ১৪ বছর ধরেই শিক্ষায় বরাদ্দ জিডিপির ২ শতাংশের নিচে। চলতি অর্থবছরে এ বরাদ্দ ছিল ১.৯ শতাংশ। আর শুধু বরাদ্দ বাড়ালেই চলবে না, এর সঠিক ব্যবহার করে মানেরও ব্যাপক উন্নয়ন করতে হবে।

গতকাল সোমবার রাজধানীর গুলশানে লেকশোর হোটেলে গণসাক্ষরতা অভিযান ও সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) আয়োজিত 'বাংলাদেশের জাতীয় বাজেটে শিক্ষায় বরাদ্দ' শীর্ষক ডায়ালগ অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধে এসব

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ১

শিক্ষায় বরাদ্দ

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

কথা বলা হয়। শুরুতেই সিপিডির নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান জানান, শিক্ষার বরাদ্দ কেমন হবে তা নিয়ে তাঁরা ফেসবুকে জনসাধারণের মতামত চান। সেখানে অংশ নেওয়া প্রায় এক লাখ ৬৩ হাজার লোক বরাদ্দ বাড়াতে হবে বলে মতামত দেয়। অনুষ্ঠানে জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার অ্যাডভোকেট ফজলে রাব্বী মিয়া বলেন, 'আজকের এই আলোচনা যদি ফেকুয়ারিতে হতো, তাহলে তা ফলপ্রসূ হতো। কারণ বাজেটের বেশির ভাগ কাজই শেষ পর্যায়ে। তবে বরাদ্দ অবশ্যই বাড়াতে হবে।'

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, 'আমাদের যে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়, তা দিয়ে চালানো খুব কঠিন। এক টাকা দিয়ে এখন দুই টাকার কাজ করতে হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে, সঙ্গে অনেক উন্নতিও আছে। আর আমিই প্রথমে বলেছি, আমাদের প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে গুণগত মানের উন্নয়ন। তবে এ জন্য দরকার দক্ষ শিক্ষক। আর শিক্ষকদের কমিটমেন্টও থাকতে হবে। এসব কিছুই আমরা পর্যায়ক্রমে উন্নয়নের চেষ্টা করছি।'

অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নান বলেন, 'শিক্ষায় যে টাকাটা বরাদ্দ হয় সেটা যথাযথভাবে ব্যয় হয় কি না, এটা আগে নিশ্চিত করতে হবে।'

অর্থ মন্ত্রণালয়সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সভাপতি ড. মো. আবদুর রাজ্জাক বলেন, 'শিক্ষায় বরাদ্দ বাড়ানো উচিত—এতে কোনো সন্দেহ নেই। শিক্ষায় আমাদের অর্জন আছে আবার দুর্বলতাও আছে। শিক্ষার মান নিয়ে পুরো জাতিই আতঙ্কিত।'

পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য অধ্যাপক সামসুল আলম বলেন, 'প্রাথমিক শিক্ষায় ৯ মাসে ৪৬ শতাংশ অর্থ ব্যয় হয়েছে। এটা কেন ৭০ শতাংশ হলো না। টাকা যদি ব্যয়ই করতে না পারে তাহলে বরাদ্দ দিয়ে কী হবে?' অধ্যাপক এম এম আকাশ বলেন, 'বিশেষ করে আমাদের মাধ্যমিক স্কুল নিয়ে ভাবতে হবে। ভালো শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে। ইউনেস্কোর সুপারিশ অনুযায়ী শিক্ষায় বাজেটের ২০ শতাংশ বা জিডিপির ৬ শতাংশ বরাদ্দ থাকার কথা। আর আমাদের শিক্ষানীতিতে ১ শতাংশ করে বাড়িয়ে প্রথমে জিডিপির ৪ শতাংশ ও পরে ৮ শতাংশে উন্নীত করার কথা।'

গণস্বাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরীর সভাপতিত্বে আরো বক্তব্য দেন অধ্যাপক ড. মনজুর আহমেদ, সিপিডির রিসার্চ ফেলো তৌফিকুল ইসলাম খান প্রমুখ।

দৈনিক
সংগ্রাম
Date: 26-04-2016 Page 11, Col :7-8 Size:10 Col*Inc

সিপিডি-গণস্বাক্ষরতার সংলাপ

শিক্ষার গুণগত মান নিয়ে জাতি শঙ্কিত

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের শিক্ষার গুণগত মান ভালো নয়। শিক্ষার এই গুণগত মান নিয়ে পুরো জাতি শঙ্কিত বলে মত দিয়েছেন মন্ত্রী, ক্ষমতাসীন দলের সংসদ সদস্য ও ডেপুটি স্পিকার থেকে শুরু করে বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিরা।

গতকাল সোমবার বিকেলে রাজধানীর গুলশানে হোটেল লেকশোরে 'বাংলাদেশে শিক্ষার জন্য বাজেট' শীর্ষক এক সংলাপ অনুষ্ঠানে তাঁরা এই আশঙ্কার কথা বলেন। শিক্ষাবিষয়ক এই সংলাপ অনুষ্ঠানটির আয়োজন করে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) ও শিক্ষাবিষয়ক এনজিও গণসাক্ষরতা অভিযান।

আলোচনায় বক্তরা বলেন, বর্তমানে সরকারি স্কুলগুলোতে বদলি বাণিজ্য হচ্ছে। কারিগরি শিক্ষার নামে এক ধরনের ভুয়া শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। কারণ, অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই ওই শিক্ষার জন্য পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি নেই। শিক্ষার গুণগত মান বাড়ানোর জন্য শিক্ষা খাতে বেশি বাজেট বরাদ্দের দাবি জানিয়েছেন বক্তারা।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ডেপুটি স্পিকার ফজলে রাব্বী মিয়া বলেন, শিক্ষা খাতে এখন অনেক সমস্যা। তার সারা শরীরে ফোঁড়া। তাই উনি (শিক্ষামন্ত্রী) অপারেশন করেন কীভাবে! একটা করলে আরেকটা বাড়ে। সমস্যাগুলো তুলে ধরে তিনি বলেন, আমাদের শিক্ষাতে এখন বহু সমস্যার মধ্যে স্কুল কলেজ এমপিওভুক্ত করা, শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভালো করা ইত্যাদি। এই রকম হাজারও সমস্যা রয়েছে এই খাতে। তাই বরাদ্দ কোথায় দিবেন, কীভাবে দিবেন সেই পরিকল্পনা আগে তৈরি করতে হবে। না হলে বরাদ্দ ফলপ্রসূ হবে না।

ফজলে রাব্বী মিয়া বলেন, আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে গবেষণা ও প্রশিক্ষণ খুবই কম। আবার এ দুই বিষয় না হলে মানসম্মত শিক্ষা পাবেন না। মানসম্মত শিক্ষা পেতে হলে মানসম্মত ও অভিজ্ঞ শিক্ষক দরকার। মানসম্মত শিক্ষক তৈরির জন্য গবেষণা ও প্রশিক্ষণ খুব বেশি প্রয়োজন। এ জন্য গবেষণা ও প্রশিক্ষণের পরিসংখ্যান দিন দিন বাড়াতে হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি করাই তাঁদের কাছে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য দেন অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নান, অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, সিপিডির নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক এম এম আকাশ, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরেটাস অধ্যাপক ড. মঞ্জুর আহমেদ প্রমুখ।

সমকাল
Date: 26-04-2016 Page: 02, Col: 5-7 Size: 12 Col*Inc

শিক্ষায় বাজেটের ২০ ভাগ বরাদ্দের দাবি

■ বিশেষ প্রতিনিধি

শিক্ষার উন্নয়নে জাতীয় বাজেটের কমপক্ষে ২০ ভাগ বরাদ্দের দাবি জানানো হয়েছে। গতকাল সোমবার বিকেলে গুলশানের একটি হোটেলে 'বাংলাদেশে শিক্ষার জন্য বাজেট' শীর্ষক এক সেমিনার থেকে এ দাবি উত্থাপিত হয়। বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সিপিডি ও গণসাক্ষরতা অভিযান এ সেমিনারের আয়োজন করে।

সেমিনারে শিক্ষার মান নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন বিশিষ্টজনরা। তারা বলেন, দেশে শিক্ষার প্রসার ঘটেছে; কিন্তু মানসম্মত শিক্ষার যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। অবস্থা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, বিষয়টি নিয়ে আতঙ্কে আছে জাতি। কারিগরি শিক্ষার অবস্থা খুবই খারাপ মন্তব্য করে বক্তরা বলেন, কারিগরি শিক্ষায় সনদ নিতে কোনো লেখাপড়া লাগে না। এটা 'ভুয়া শিক্ষায়' পরিণত হয়েছে। শিক্ষা খাতে ব্যয়ের স্বচ্ছতা, বদলি ও নিয়োগ বাণিজ্য নিয়েও প্রশ্ন তোলেন বক্তরা। প্রশ্ন উঠেছে সৃজনশীল ও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন পদ্ধতি নিয়ে। ভালো মানের শিক্ষক, মানসম্মত বেতন ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণের বিষয়টিও উঠে এসেছে আলোচনায়। বরাদ্দ বাড়ানোর পাশাপাশি বেশ কিছু সুপারিশও করেছে সিপিডি ও গণসাক্ষরতা অভিযান।

সিপিডি গণসাক্ষরতা অভিযানের সেমিনার

অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী নরুল ইসলাম নাহিদ কিছু সমালোচনার জবাব দেন। তিনি বলেন, মান বাড়ছে; কিন্তু যে মানে যাওয়া দরকার, সে জায়গায় যেতে পারিনি। শিক্ষা কার্যক্রমে ত্রুটি আছে। ভালো শিক্ষকের অভাব আছে। দুর্নীতি যে হচ্ছে না, তা বলব না। আবার যে টাকা বরাদ্দ দরকার, তা পাচ্ছি না।

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরীর সঞ্চালনায় সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিপিডির রিসার্চ ফেলো ড. তৌফিক উল ইসলাম খান। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার ফজলে রাব্বী মিয়া। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নান, অর্থ মন্ত্রণালয়-সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি সাবেক খাদ্যমন্ত্রী ড. আবদুর রাজ্জাক, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক মনজুর আহমেদ, অর্থনীতিবিদ এমএম আকাশ ও পরিকল্পনা কমিশনের সিনিয়র সদস্য ড. শামসুল আলম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তাফিজুর রহমান।

ডেপুটি স্পিকার ফজলে রাব্বী বলেন, শিক্ষায় বড় দুর্নীতি হচ্ছে। যে টাকা বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে, তা সঠিকভাবে ব্যবহার হচ্ছে কি-না, তা খতিয়ে দেখতে হবে। রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, সামাজিক খাতে যে বিনিয়োগ হচ্ছে, সে তুলনায় শিক্ষায় কমে গেছে। গুণগত শিক্ষার জন্য আরও বরাদ্দ দিতে হবে। এম এম আকাশ বলেন, প্রতিশ্রুতি ছিল প্রতি বছর বাজেটে শিক্ষায় জিডিপির ১ ভাগ করে বরাদ্দ বাড়িয়ে ক্রমান্বয়ে ৬ ভাগে নিয়ে যাওয়া হবে। এ জন্য একটি পরিকল্পনার কথা বলা হলেও তা করা হয়নি।

সকালের খবর
Date:26-04-2016 Page: 03, Col 7-8 Size: 16 Col*Inc

সংলাপে বক্তারা

শিক্ষার গুণগত মান নিয়ে পুরো জাতি শঙ্কিত

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

দেশের শিক্ষার গুণগত মান নিয়ে পুরো জাতি শঙ্কিত বলে মত দিয়েছেন ক্ষমতাসীন দলের মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যরা। বক্তারা বলেছেন, বর্তমানে সরকারি স্কুলগুলোতে বদলি ও তদবির বাণিজ্য হচ্ছে। এ ছাড়া কারিগরি শিক্ষার নামে এক ধরনের ভুয়া শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। কারণ অধিকাংশ কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই ওই শিক্ষার জন্য পর্যাপ্ত উপকরণ নেই। একই সঙ্গে শিক্ষার গুণগত মান বাড়ানোর জন্য শিক্ষা বাজেটে বরাদ্দ বাড়ানোর কথা বলেছেন বক্তারা। বর্তমানে শিক্ষা খাতে বরাদ্দের পরিমাণ মোট বাজেটের ১২ শতাংশ। এটি কমপক্ষে ২০ ভাগে উন্নীত করার প্রস্তাব করা হয়।

গতকাল বিকেলে রাজধানীর গুলশানে একটি হোটেলে 'শিক্ষার জন্য বাজেট' শীর্ষক এক সংলাপ অনুষ্ঠানে বক্তারা এসব এ আশঙ্কার কথা বলেন। সংলাপ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) ও গণসাক্ষরতা অভিযান। গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার ফজলে রাব্বী মিয়া। অনুষ্ঠানে সম্মানীত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম, অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এমএ মান্নান, অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি আবদুর রাজ্জাক, অর্থনীতিবিদ এএম আকাশ, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ড. শামছুল আলম, সিপিডির নির্বাহী পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান প্রমুখ।

> সরকারি স্কুলগুলোতে বদলি বাণিজ্য চলছে
>
> শিক্ষা উন্নয়নে বাজেটের ২০ শতাংশ বরাদ্দের প্রস্তাব

ডেপুটি স্পিকার ফজলে রাব্বী মিয়া বলেন, আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে গবেষণা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ খুবই কম। মানসম্মত শিক্ষা পেতে হলে মানসম্মত ও অভিজ্ঞ শিক্ষক দরকার। মানসম্মত শিক্ষক তৈরির জন্য গবেষণা ও প্রশিক্ষণ খুব বেশি প্রয়োজন।

অনুষ্ঠানে আবদুর রাজ্জাক বলেন, দেশের শিক্ষার মান নিয়ে পুরো জাতি আতঙ্কিত এবং শঙ্কিত। তাই শিক্ষার মান কীভাবে বাড়ানো যায়, তা দেখতে হবে। কুড়িগ্রামের একটি স্কুল পরিদর্শনের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, সরকারি স্কুলের শিক্ষকরা ঠিকমতো ক্লাস নেন না। কুড়িগ্রামে একটি স্কুলে গিয়ে দেখলাম, ওখানকার সংশ্লিষ্ট স্কুলের শিক্ষকদের পরিবর্তে গ্রামে এসএসসি পাস করা কিছু ছেলে-মেয়ে ক্লাস নিচ্ছে। বেতনের একটি অংশ দিয়ে তারা এ কাজ করাচ্ছে। এ ধরনের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সময় কোনো ধরনের মানবিকতা দেখানো যাবে না বলে মনে করেন তিনি।

অর্থনীতিবিদ এমএম আকাশ বলেন, পরিমাণগত দিক দিয়ে শিক্ষার অগ্রগতি হয়েছে। কিন্তু গুণগত দিক দিয়ে সে তুলনায় পিছিয়ে। তাই এই জায়গাটায় উন্নতি করতে হবে। এ ছাড়া শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বজনীন নীতিমালা প্রণয়নের পরামর্শ দেন তিনি।

অধ্যাপক শামছুল আলম বলেন, আসছে বাজেটে জিডিপির ৩ শতাংশ শিক্ষা বাজেটে বরাদ্দ থাকতে পারে। বর্তমানে জিডিপির ২ শতাংশ বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ আছে। এ ছাড়া সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মানবসম্পদ উন্নয়নের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ কিছু সমালোচনার জবাব দেন। তবে শিক্ষায় আরও বেশি বরাদ্দের বিষয়ে বক্তাদের সঙ্গে একমত পোষণ করেন তিনি। গুণগত মান নিশ্চিত করা বর্তমানে শিক্ষায় বড় চ্যালেঞ্জ—এ মন্তব্য করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, মান বাড়ছে, তবে যে মানে যাওয়া দরকার, সেই জায়গায় যেতে পারিনি। শিক্ষা কার্যক্রমে ত্রুটি আছে। শিক্ষক একটি বড় সমস্যা। ভালো শিক্ষকের অভাব আছে। দুর্নীতি যে হচ্ছে না, তা বলব না। চাহিদা মোতাবেক যে টাকা বরাদ্দ দরকার, তা পাচ্ছি না। সেজন্য আমাদের নীতি হচ্ছে সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার। অনুষ্ঠানে সিডিপির রিসার্চ ফেলো তৌফিকুল ইসলাম খান প্রতিবেদনে জিপিডির অনুপাতে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর সুপারিশ করে বলেন, বাজেটে শিক্ষা খাতে জিডিপির অনুপাতে মাত্র ১ দশমিক ৯০ শতাংশ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। যা ১৬১ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৫৫তম এবং দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সর্বনিম্ন। তিনি জিডিপির কমপক্ষে ৪ শতাংশ বরাদ্দের পরামর্শ দেন।